মানবতাবাদী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য :-

1453 সালে কনস্টান্টিনোপলের পতনের পর বহু প্রাচ্য দেশীয় পণ্ডিতেরা বহু মূল্যবান নথি ও পুঁথিসহ ইতালিতে চলে আসে। ফলে ইতালি ও ইউরোপ সংস্কৃতির আলোক শিখায় নতুন করে উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। এই উদ্দীপনাই ছিল মানবতাবাদের প্রেরণা। এই মানবতাবাদের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল যথা —

প্রথমত, মানুষ ও তার প্রকৃতি এবং আচরণই ছিল মানবতাবাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

দ্বিতীয়ত, মানবতাবাদের কর্তা যাঁরা করেছিলেন তাঁরা ছিলেন অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিত। ফলে তারা নিম্নস্থ বর্ণের অন্তরাত্মা যেমন ঘুমাতে শুরু করেছিলেন তেমন এই বর্ণের মানুষের মধ্যে আত্মশক্তি জাগার চেষ্টা শুরু হয়েছিল। ফলে বিভিন্ন ধর্মীয় ঐক্য ও সত্যের অনুসন্ধান, সত্যের আবিষ্কার প্রভৃতি বিষয়ে অনুসন্ধান করে নিখিল মানব মনের অবক্ষয় দূরীকরণে ধর্মের চেয়ে বড় উঠেছিল মানবতাবাদ।

তৃতীয়ত, মানবতাবাদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল মানুষকে তার আপন মর্যাদা দানসহ, মানুষের হাসি, কান্না, দুঃখ, বেদনা একই অমন ধারনা গড়ে তোলা হয়েছিল। মানুষ পাপি নয় সে সব সময় পাপ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য ব্যস্ত থাকবে না - এমন ধারনার প্রচার হয়েছিল। মানুষ ব্যস্ত থাকবে জ্ঞানের বোধের শিক্ষা নিয়ে - এমন কথাই মানবতাবাদী প্রচারকগণই বারংবার বলেছিলেন। প্রসঙ্গত আলোচ্য সময়ে প্রকৃতির ওপর মানুষের আধিপত্যবাদের সূচনা হয়। কেউ কেউ এমন কথাও বলেছিলেন। আবার কেউ বলেছিলেন মানুষের জ্ঞান ও মনীষার উদয় হয় এই সময়ে।

চতুর্থত, সর্বপরি মানবতাবাদের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ছিল মানুষের জন্য সংগ্রামের বাসনা। এই সংগ্রাম ছিল দাসত্বের শৃঙ্খল মোচনের সংগ্রাম। সে কারনে একদিকে উদ্ধর্তন প্রভুর দাসত্ব থেকে মুক্তি অন্যদিকে কার্যের বন্ধন থেকে মুক্তির সন্ধান দিয়েছিল মানবতাবাদ। অর্থাৎ ধর্মীয় গোঁড়ামির বন্ধন ছিন্ন করে সমালোচনা ও অনুসন্ধানের পথে মানুষকে গতিশীল করে পরতন্ত্র থেকে মুক্ত করাই ছিল মানবতাবাদের বৈশিষ্ট্য।